দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

নিরক্ষরতা ও আমাদের দায়িত্ব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার লক্ষ্যে একটি ঐকবদ্ধ ও সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। গত রোববার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত 'আগামী দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা' সংক্রান্ত আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচী সফল করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য এবং এর একটি দিকনির্দেশনাও তুলে ধরেছেন। গণ-কল্যাণ ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এ আহবানকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ক্ষমতা গ্রহণের পরই জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার বিস্তার তথা নিরক্ষরতা দূর করার উপর জোর দিয়ে যাচ্ছেন। দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপার-টিকে তিনি এমনই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রদত্ত বাণীতে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন; শিক্ষা জনগণের নেহাত একটা সুযোগই নয়, এ তাদের অধিকার। আর এ অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দিতে হলে অবশ্যই প্রথমই দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে হবে। ন্যূনতম শিক্ষা সর্বজনীন হলেই কেবল শিক্ষিত এবং দক্ষ জাতি গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর এ আগ্রহের একটি পটভূমিও আছে। বাংলাদেশের মানুষ তার ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘকাল ধরে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আসছে, স্বাধীনতার জন্য রক্ত ঢেলেছে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজে জন-সংখ্যাকে জনশক্তি বা সম্পদে পরিণত করা ছাড়া মূল লক্ষ্য সুখ-সমৃদ্ধ সমাজ গঠন সম্ভব নয়। আর এ জন্যেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানে সতেরো অনুচ্ছেদ যোগ করে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করার ব্যবস্থা নেয়াকে সাংবিধানিক দায়িত্বের মর্যাদা দিয়ে-ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপও নিয়েছিলেন।

নিরক্ষরতা বিদূরণ বিপুল জনসংখ্যা আর আর্থিক পশ্চাৎপদতার এই দেশে এক বিশাল দায়িত্ব। ফলে একা সরকারের পক্ষে এ দায়িত্বের সুচারু সম্পাদন সম্ভব হওয়ার নয়। প্রধানমন্ত্রী তাই সর্বস্তরের জনগণ, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক-যোগে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। আমরা জানি, এরই মাঝে দেশী ও বিদেশী অনেক সংগঠন সাহায্যের আগ্রহ নিয়ে এগিয়েও এসেছেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আরো আসবেন। সকলের উদ্যোগকে একমুখী করা এবং কাজের সমন্বয় তাই জরুরী হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট সকলেই এ দিকটির প্রতি নজর রাখবেন। অন্যথায় অপচয়ের ভয়।

প্রধানমন্ত্রী সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের একযোগে কাজ করার আহবান জানিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সকলেই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। ফলে দুঃখ মোচনের উদ্যোগে অবশ্যই সকলকে ঐকসঙ্গে কাজ করতে হবে। এর আরো একটি দিক আছে। প্রাথমিক শিক্ষা সরকারীকরণের পর দেখা গেছে এর ব্যবস্থা-পনায় স্থানীয় মানুষের ভূমিকা না থাকায় এবং সরকারী চাকরির নিশ্চয়তায় অনেক জায়গাতেই শিক্ষকদের কাজে শৈথিল্য এসে গেছে; যা আমাদের লক্ষ্যের পরিপন্থী। উদ্যোগের এ নতুন পর্যায়ে ভুলত্রুটি অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় সামাজিক অংশীদারিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য।

আমাদের অস্তিত্বকে নিরাপদ এবং মর্যাদাকর করার স্বার্থে নিরক্ষরতার অভিশাপ অবশ্যই দূর করতে হবে। এর কোন বিকল্প নাই এবং থাকতেও পারে না। অবস্থান নির্বিশেষে তাই সকলকেই প্রধানমন্ত্রীর এ আহবানকে সময়ের ডাক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।